তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর মূর্তিপূঁজারীদেরকে সাহায্য করে

এই কয়েক বছরে এতো ঘটনা ঘটে গেলো, তবুও কিছু মানুষ দাওলাতুল ইসলাম আর আল কায়দার মধ্যবর্তী শত্রুতার বাস্তবতা সম্পর্কে জাহেলই রয়ে গেলো। এখনো কিছু মূর্খ ওলামায় সূ'দের এই মিথ্যাচার বিশ্বাস করে যে, দাওলাতুল ইসলাম মুসলিমদেরকে হত্যা করে আর মূর্তিপূঁজারীদের ছেড়ে দেয়, যে মিথ্যা অপবাদটা তারা দাওলার গায়ে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে খারেজী তকমা লাগানোর জন্য তৈরি করেছে, যাতে করে এর মাধ্যমে দাওলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আর দাওলার সৈনিকদের রক্তপাত ঘটানো হালাল করা যায়।

দাওলা নাকি আল কায়দার নেতাদের ও আল কায়দার শাখাগুলোর হাতে বানানো শরয়ী রাজনীতির বরখেলাপ করেছে কেবল এমন কিছুর ওপর কিন্তু এই শত্রুতার ভিত্তি নয়। এমনকি এই শত্রুতার ভিত্তি আক্বীদার মাসালাসমূহের মধ্যে তাদের কিছু গোমরাহীর ওপরও নয়, যে গোমরাহীর কারণে তারা এমন লোককে মুসলিম বলে, যে কিনা মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আ করার মতো সুস্পষ্ট শিরকে লিপ্ত। এমনকি যারা আল্লাহর পাশাপাশি নিজেরাও আইন প্রণয়ন করে এবং যারা মহান আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার বিপরীত বিচারকার্য পরিচালনা করে এই গোমরাহীর ফলে আল কায়দা এদেরকেও মুসলিম বলে। কিন্তু শত্রুতার ভিত্তি কেবল এটার ওপরই নয়। উপরিউক্ত শ্রেণীর লোকদেরকে যারা তাকফীর করে তাদের সঙ্গে শত্রুতা করা ও তাদেরকে চরমপন্থী ও খারেজী তকমা লাগানো ইত্যাদি বিষয়ের ওপরও কেবল এই শত্রুতার ভিত্তি নয়। বরং ঘটনা হল, আল কায়দা তার বিভিন্ন সংগঠনসহ মুরতাদদের কিছু গ্রুপের সঙ্গে সুস্পষ্ট মৈত্রিতে ডুবে আছে এবং তারা দাওলাতুল ইসলামের যোদ্ধাদের মতো মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করছে।

আজকে আমরা তাদেরকে দেখছি যে, সব জায়গাতেই তারা দাওলাতুল ইসলামের যে সৈনিককেই বাগে পাচ্ছে তাকেই তারা হত্যা করছে। তাদের আহত ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা, তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ও নষ্ট করা এবং ডাস্টবিনে ও রাস্তায় তাদের মরদেহ ফেলে রাখার মতো মুরতাদদের সঙ্গে ঠিক যেমন আচরণ করা হয় তেমনই আচরণ দাওলার সাথে করছে। অথচ একই সময়ে যেসমস্ত মুরতাদদের কুফরীকে আল কায়দাও স্বীকার করে তারা তাদের মাঝেই সম্মান আর গৌরবের সাথে বেঁচে আছে। শুধু কি তাই? আল কায়দা তাদেরকে মিত্র বানাচ্ছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে গিয়ে তাদেরকে সহযোগিতাও করছে।

ঘটনাপ্রবাহের সূচনালগ্নে শামে তাদের শাখার মাঝে আমরা এই বিষয়টি স্পষ্ট আকারে প্রত্যক্ষ করেছি, যে শাখার কমান্ডার ছিলো মুরতাদ জাওলানী ও খোরাসান থেকে আসা আল কায়দার কিছু কমান্ডার। তারা শামের পূর্বাঞ্চল এলাকায় দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মিলিটারি কাউন্সিল ও মিলিটারি গ্রুপ বোর্ডের মুরতাদদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলো, অথচ আল কায়দা এদের কুফরীর কথাও স্বীকার করতো। তারা আলেপ্পোর উত্তর পল্লী এলাকাতেও একই কাজ করেছে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে আর মূর্তিপূঁজারীদেরকে সহযোগিতা করেছে।

এরপর আমরা লিবিয়ায় আল কায়দার অনুসারীদেরকে দেখলাম, (যাদেরকে আল কায়দার মরক্কো শাখার কমান্ডাররা নেতৃত্ব দেয়) তারা খিলাফার সৈনিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে আর মুরতাদদেরকে সহযোগিতা করছে। আমরা দেখলাম যে, তারা ত্রিপোলীর মুরতাদ সরকারের সঙ্গে ঘোষণা দিয়ে মৈত্রি স্থাপন করছে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে আর মূর্তিপূঁজারীদেরকে সহযোগিতা করেছে।

আমরা আরো দেখেছি এবং এখনো দেখছি যে, আল কায়দার ইয়েমেন শাখা সিভিল কমিটি (আদানের মুরতাদ সরকারের অনুগত) এর সদস্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে কীফাসহ আরো বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করছে। শুধু তাই নয়, এই কমিটির মুরতাদ নেতাদের হাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব অর্পন করার মাধ্যমে তাদেরকে তারা অভিভাবক হিসেবে মেনে নিয়েছে। এই ঘটনার আগে তারা শহরগুলো মুশরিকদের হাতে তুলে দিয়েছে, যাতে তারা সেগুলোকে কুফরী সিস্টেমে শাসন করে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন নাম নেই। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে আর মূর্তিপূঁজারীদেরকে সহযোগিতা করেছে।

এছাড়াও খোরাসানে তাদের তালেবান ভাইরা, যাদের পতাকাতলে আল কায়দার সমস্ত শাখা সমবেত হয়েছে তাদেরকে আমরা দেখেছি যে তারা যাবুলসহ আরো অনেক এলাকায় রাফেজীদের সাহায্যার্থে তাওহীদপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, যে রাফেজীদের বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। ইতোপূর্বে তারা এসমস্ত রাফেজীসহ খোরাসানে আরো অন্যান্য যত মুশরিক ফের্কা আছে সবার সাথে দেশাত্ববোধের নামে মৈত্রিচুক্তির ঘোষণা দিয়েছে। আর খোরাসানের বাহিরে অন্যান্য তাগুত আর মুরতাদকে তারা আন্তর্জাতিক শান্তিচুক্তির নামে ছেড়ে দিয়েছে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে আর মূর্তিপূঁজারীদেরকে সহযোগিতা করেছে।

আর তাদের বাকি যে সমস্ত শাখা আর সৈন্য আছে তারা সকলেই শাম, ইয়েমেন, খোরাসান ও সোমালিয়ার এই মুরতাদ সংগঠনগুলোর সাথে এবং লিবিয়া ও অন্যান্য স্থানের এ সমস্ত অনুসারীর সাথে মিত্রতা বজায় রেখে চলে। তারা তাদেরকে ভালোবাসে এবং নিজেদেরকে ও তাদেরকে একই দল মনে করে। এর ওপর ভিত্তি করে তারা মিত্রতা করে আবার এর ওপর ভিত্তি করেই তারা শত্রুতা করে। প্রতিটি গোলযোগ ও বিবাদের মুহূর্তে তারা তাদেরকে জেতাতে চায়। পাশাপাশি তারা খিলাফার সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাদেরকে যেকোন ভূমি দখল করতে বাঁধা প্রদান করার চেষ্টা করে। যে ভূমিগুলো তারা মুরতাদদের আনুগত্যস্বরূপ নষ্ট করে তাদের হাতে সোপর্দ করেছে। অথচ দাওলা তা দখলে নিলে সেখানে শরীয়াহ বাস্তবায়ন করতো।

এসমস্ত ঘটনার জেরেই দাওলাতুল ইসলামের ওপর তারা যত অপবাদ আরোপ করেছে তার চেয়েও বেশি অভিযোগ তাদের নিজেদের ক্ষেত্রেই বাস্তব আকার ধারণ করেছে। কারণ তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আর মুশরিকদেরকে ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি। বরং তারা দ্বীনের ব্যাপারেও তাদের সঙ্গে মিত্রতা করেছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করেছে। পক্ষান্তরে দাওলাতুল ইসলাম (মহান আল্লাহ তাঁর নুসরত দ্বারা দাওলাকে শক্তিশালী করুন) মুসলিমদের মধ্য থেকে তাকেই হত্যা করে যার রক্ত আল্লাহ তা'আলা বৈধ করেছেন। যেমন যে ব্যক্তি কোন শাস্তির উপযুক্ত, অথবা ডাকাত, কিংবা মুসলিমদের জামা'আহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী, যে কিনা এই জামা'আহ ভেঙ্গে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তা একজন ব্যক্তির ওপর একত্রিত করেছেন। দাওলা কোনদিনই মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ত্যাগ করেনি। বরং এখন তো মুসলিম-কাফের নির্বিশেষে সবাই জানে যে, দাওলা কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বোতভাবে যুদ্ধ করে, আলহামদুলিল্লাহ, যেমন তারাও দাওলার বিরুদ্ধে সর্বোতভাবে যুদ্ধ করে। কাফেরদের বিভিন্ন জাতি মিলে দাওলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যে তারা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জোট গঠন করেছে এটাই কিন্তু উপরিউক্ত বিষয়টির একমাত্র প্রমাণ নয়।

এটাই মূল কথা যে, দাওলা যেসমস্ত মুসলিমকে হত্যা করেছে তা মূলত তাদের মাঝে আল্লাহর হুকুমকে বাস্তবায়ন হিসেবে করেছে। ঠিক যেমন সমস্ত মুশরিক জাতির বিরুদ্ধে দাওলার যুদ্ধ করাটা এজন্যই যে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ করেছেন। পক্ষান্তরে আল কায়দার মুরতাদ ও তাদের ভাইরা দাওলাতুল ইসলামের সৈনিক ও আনসারদের মতো মুসলিমদের

বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করে, পক্ষান্তরে গণতন্ত্র ধর্মের অনুসারী মুশরিকদের ও মুরতাদ সাহাওয়াতদেরকে তারা অন্যায়ভাবে ছেড়ে দেয়। বরং তারা এখন একই গর্তে সমবেত।